সংবাদ

2 1 APR 2003

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আত্মসাতের প্রক্রিয়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ "আমরা কি আর পড়তে পারব না? আমাদের বাবা-মারা টাকা দিতে পারে না বলে কি স্কুলে একটু ঠাঁই পাব না?" দুঃখের এ আকুতিগুলো করছিল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা আক্তার লম্পা। এ আকুতি পারভীন আক্তারসহ আরও ৩শ' জন ছাত্রীর।

রোববার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে

প্রক্রিয়া ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

## প্রক্রিয়া ঃ আত্মসাৎ

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

শতাধিক শিশুরা এসব আকুতি জানায়। এ সময় এলাকাবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো. নুরুল ইসলাম মন্টু, সালাউদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষিকা আয়েশা হুদা।

রাজধানীর হাতিরপুল ভূতের গলি এলাকায় আকলিমাবাগ মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও কলেজ ভবনে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে বিকেলে গরিব ছাত্রীদের নিয়ে একটি স্কুল পরিচালনা করে আসছে। বিকেলের স্কুলটি পরিচালনা করেন আকলিমা বেগমের পোষ্যরা। এখানে শিক্ষকরাও স্বেচ্ছাশ্রম দেন। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি ষড়যন্ত্র করে স্বেচ্ছাসেবী স্কুলটি বন্ধ করে দেয়। স্কুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা আবার স্কুলটি শুরু করার দাবি জানিয়েছেন।

স্কুল কমিটি ব্যাপক দুর্নীতি করছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। স্কুলের এক বিঘা জমি আত্মসাতের জন্য তারা নানা কার্যকলাপ করছে। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির জমিদাতা 'আকলিমা'র নামটি বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই বাদ দিয়েছে। কলেজ শাখায় মাত্র ৩৫ জন ছাত্রীর জন্য ১৯ জন শিক্ষক নেয়া হয়েছে। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ তাসলিমা নাজনীনকে ভুয়া সনদ দেখিয়ে চাকরি দেয়া, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যক্ষও যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন নন বলে জানানো হয়েছে। কলেজের প্রভাষক সাইদা জেসমিন খান ১৯৯৯ সালের ৭ই মার্চে নিয়োগ পেলেও ১৯৯৮ সালের মে মাস থেকে বেতন তুলছেন বলে অভিযোগ করা হয়।